কলকাতা উচ্চ আদালত

সাংবিধানিক রিট/ লেখ এক্তিয়ার

আপিল বিভাগ

সম্মুখঃ

মাননীয় বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য

২০২১-এর ডব্লিউ. পি. এ ১৮৫৬০

শ্রী জ্যোতির্ময় সরকার

বনাম

দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন ও অন্যান্যরা

আবেদনকারীর জন্যঃ	শ্রী পুষ্পল চক্রবর্তী
	শ্রীমতী প্রিসঙ্কা গাঙ্গুলি.....আইনজীবীগণ
ডিভিসি-র পক্ষেঃ	শ্রী রঞ্জন দে
	শ্রী আদিত্যজিৎ আবেল বসু
	শ্রী বাসবজিৎ ব্যানার্জি... আইনজীবীগণ
সংরক্ষিতঃ	২১.০৯.২০২৩
রায়ঃ	২৯.০৯.২০২৩

বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যঃ -

১. রিট আবেদনকারী ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখের দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের নির্বাহী পরিচালক (অর্থ) এর আদেশ বাতিল এবং/অথবা বাতিল করার জন্য একটি রিট জারি করার জন্য এবং ১ জুলাই, ২০১৮ থেকে ৩০ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত সময়ের জন্য একটি অনুমানিক বার্ষিক বৃদ্ধি মঞ্জুর করার জন্য বিবাদী কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়ার জন্য আবেদন করেছেন।

২. আবেদনকারী, যিনি প্রাসঙ্গিক সময়ে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন (সংক্ষেপে 'ডিভিসি') কলকাতার অর্থ বিভাগের উপ-মহাব্যবস্থাপক (অর্থ) ছিলেন, ৩০ জুন, ২০১৯ তারিখ থেকে অবসর গ্রহণের মাধ্যমে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। আবেদনকারীর দাবি, ১ জুলাই, ২০১৮ থেকে ৩০ জুন, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত নিয়মিত চাকরির এক পূর্ণ বছর পূর্ণ করার পর তিনি বার্ষিক বার্ষিক বৃদ্ধি পাওয়ার যোগ্য হয়ে ওঠেন। আবেদনকারীর দাবি, তিনি ৩ জুন, ২০১৯ তারিখে বিবাদী কর্তৃপক্ষের কাছে বার্ষিক বার্ষিক বেতন মঞ্জুরের জন্য আবেদন করে একটি আবেদন জমা দিয়েছেন

যা ১ জুলাই, ২০১৯-এ প্রাপ্য ছিল। প্রত্যর্থী কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ করে, রিট আবেদনকারী ২০২১ সালের ডব্লিউপিএ ১১৪৪৫ হিসাবে একটি রিট পিটিশন দায়ের করে এই আদালতের দ্বারস্থ হন, যা ৩ আগস্ট, ২০২১-এর একটি আদেশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছিল, যা কার্যনির্বাহী পরিচালক, অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট, ডিভিসি-কে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে একটি যুক্তিসঙ্গত আদেশ পাস করে আবেদনকারীর প্রতিনিধিত্ব বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। কার্যনির্বাহী পরিচালক (অর্থ), ডিভিসি একটি আদেশের মাধ্যমে ২৭শে সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখে আবেদনকারীর আবেদন প্রত্যাখ্যান করে।

৩. ডিভিসি-র এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর (ফিনান্স)-এ আদেশকে র ২৭.০৯.২০২১ তারিখে আপত্তি জানিয়ে আবেদনকারী কোর্টে রিট আবেদন দায়ের করেন। যার ভিত্তিতে আবেদনকারীর আবেদন কার্যনির্বাহী পরিচালক(অর্থ), ডিভিসি খারিজ করে সেটি হল ১৯ শে মার্চ ২০১২ তারিখের সরকারি স্মারকলিপি যা কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিস(অবসরকালীন ভাতা) ১৯৭২ এর সাথে পড়তে হয় তা বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির অনুমতি প্রদান করে না যা কোন কর্মচারী/ অফিসারের অবসরগ্রহণের তারিখের পরবর্তী তারিখে নির্ধারিত হয়।

৪. আবেদনকারীর আইনজীবী শ্রী চক্রবর্তী বলেন যে, আবেদনকারী ১লা জুলাই, ২০১৮ থেকে ৩০শে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত এক বছরের চাকরি শেষ করে একটি ধারণাগত বার্ষিক ইনক্রিমেন্টের অধিকারী, যা ১লা জুলাই, ২০১৯-এ প্রাপ্য ছিল। তিনি বলেন যে, মাদ্রাজ হাইকোর্ট ২০১৭ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর ***পি. আয়মপেরুমল বনাম রেজিস্টার, কেন্দ্রীয় প্রশাসন ট্রাইব্যুনাল এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে ২০১৭-র ডব্লিউপি নং ১৫৭৩২***-এ একটি আদেশের মাধ্যমে একই পরিস্থিতিতে একটি ধারণাগত ইনক্রিমেন্ট দেওয়ার নির্দেশ দেয়। তিনি ***ডিরেক্টর (প্রশাসন ও এইচআর) বনাম সি. পি. মুণ্ডিনামানি এবং অন্যান্যদের*** ক্ষেত্রে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের কথাও উল্লেখ করেন যা একই প্রস্তাবের জন্য ২০২৩ এসসিসি অনলাইন এসসি ৪০১-এ রিপোর্ট করা হয়েছে।

৫. উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী ডি জমা দিয়েছেন যে আবেদনকারী বার্ষিক বার্ষিক বৃদ্ধির তারিখের একদিন আগে অবসর নিয়েছেন। তিনি জমা দিয়েছেন যে আবেদনকারী পরোক্ষভাবে নির্ধারণকে চ্যালেঞ্জ করছেন। বার্ষিক বৃদ্ধির কাট-অফ তারিখ। শ্রী দে জমা দিয়েছেন যে নির্ধারণ

কাট-অফ তারিখ কার্যনির্বাহী কর্তৃপক্ষের এক্তিয়ারের মধ্যে রয়েছে এবং কাট-অফ তারিখ নির্ধারণের ক্ষেত্রে আদালতের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। এই ধরনের যুক্তির সমর্থনে তিনি ***আইন (এসসি) ২০০৮ (৩) ১৫৫-এ অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার বনাম এন. সুব্বারায়ুদুর*** মামলায় সুপ্রিম কোর্টের একটি সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছিলেন। ***প্রধান সচিব এবং অন্যান্য বনাম সীমা শর্মার মাধ্যমে মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের ক্ষেত্রে মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের*** একটি সিদ্ধান্ত উল্লেখ করে ***২০২২ এসসিসি অনলাইন এসসি ৮০৯***-এ রিপোর্ট করেছেন। দে বলেন, সরকারের নেওয়া নীতিগত সিদ্ধান্তে আদালতের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়, কারণ তারা মনে করে যে আরেকটি সিদ্ধান্ত ন্যায্য বা বুদ্ধিমান হবে। তিনি ***সি. পি. মুন্ডিনামণি (উপরে)***-র ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তকে আলাদা করে বলেন যে, এই সিদ্ধান্তটি -এর প্রবিধান ৪০ (১)-এর ব্যাখ্যায় পাস করা হয়েছিল কর্ণাটক বিদ্যুৎ পর্ষদ কর্মচারী পরিষেবা বিধিমালায়, ১৯৯৭।

৬. আবেদনকারী ০১.০৭.২০১৮ থেকে ৩০.০৬.২০১৯ পর্যন্ত এক বছর পূর্ণ হওয়ার পর ২০১৯ সালের ৩০শে জুন চাকরি থেকে অবসর নেন। আবেদনকারী একটি ধারণাগত বার্ষিক বৃদ্ধির জন্য ডিভিসি কর্তৃপক্ষের কাছে একটি আবেদন জমা দেন। আবেদনকারীর এই ধরনের আবেদন অবশ্য তারিখ ২৭.০৯.২০২১এর ৩য় উত্তরদাতার আদেশ দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়।

৭. পক্ষগুলির পক্ষে শিক্ষিত উকিলদের কথা শুনেছেন এবং বিষয়বস্তুগুলি পর্যবেক্ষণ করেছেন যা স্থাপন করা হয়েছে।

৮. বিবেচনার বিষয় হলো, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির অভিন্ন তারিখের একদিন আগে অবসর গ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী কি বেতন বৃদ্ধির অধিকারী ?

৯. আবেদনকারী পি. আয়ামপেরুমল (উপরে)-এর মামলায় মাননীয় মাদ্রাজ হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছেন, যাতে তিনি এক কল্পিত বেতন বৃদ্ধির জন্য আবেদন করেছেন। ২৭.০৯.২০২১ তারিখের আদেশে, তৃতীয় বিবাদী পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিসেস (সংশোধিত বেতন) বিধিমালা, ২০০৮ (সংক্ষেপে "২০০৮ বিধি") এর ১০ নম্বর বিধি অথবা ১৯.০৩.২০১২ তারিখের স্মারকলিপিতে উক্ত সিদ্ধান্তে কোনও হস্তক্ষেপ করা হয়নি। তৃতীয় বিবাদী আরও পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, কিছুই

পৃষ্ঠা ১০ এর ৩ য় পৃষ্ঠা

উক্ত সিদ্ধান্ত থেকে আরও স্পষ্ট যে, তামিলনাড়ু রাজ্যের প্রতিনিধি, সরকার সচিব, অর্থ বিভাগ এবং অন্যান্যদের দ্বারা CDJ 2012 MHC 6525-এ রিপোর্ট করা এম. বালাসুব্রামণিয়াম বনাম এম. বালাসুব্রামণিয়ামের মামলায় সিদ্ধান্ত, যা মাননীয় মাদ্রাজ হাইকোর্ট পি. আয়াম্পেরুমাল (উপরে) মামলায় নির্ভর করেছিল, ২০০৮ সালের নিয়মের ১০ নম্বর নিয়ম বা ১৯.০৩.২০১২ তারিখের স্মারকলিপি নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছিল। তৃতীয় বিবাদী অবশেষে পর্যবেক্ষণ করেছেন যে DVC পরিষেবা নিয়ন্ত্রণের ৬ নম্বর নিয়মের পরিপ্রেক্ষিতে, ২০০৮ সালের নিয়মের ১০ নম্বর নিয়ম DVC-এর উপর বাধ্যতামূলক এবং যেহেতু আবেদনকারী ১.০৭.২০১৯ তারিখে চাকরিতে ছিলেন না, তাই আবেদনকারীর আবেদন গ্রহণ করা হয়নি।

১০. ডিভিসি সার্ভিস প্রবিধানের বিধি ৬-এ বলা হয়েছে যে এই প্রবিধানগুলিতে সরবরাহ করা হয়নি এমন কোনও বিষয় এই প্রবিধানগুলিতে প্রয়োজনীয় বিধান না করা পর্যন্ত যতদূর সম্ভব, সময় থেকে জারি করা নিয়ম এবং আদেশ অনুসারে মোকাবিলা করা হবে এবং নিষ্পত্তি করা হবে।

১১. ২০০৮ সালের নিয়মের ১০ নম্বর নিয়মে সংশোধিত বেতন কাঠামোর পরবর্তী বৃদ্ধির তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে।

১২. এই রিট পিটিশনে দাবি করা ত্রাণ ২০০৮ সালের বিধি ১০-এর ব্যাখ্যার সাথে সম্পর্কিত, যার ব্যাখ্যা নীচে উদ্ধৃত করা হল।

*"**১০. সংশোধিত বেতন কাঠামোতে পরবর্তী বৃদ্ধির তারিখ-** প্রতি বছরের ১ জুলাই বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির একটি অভিন্ন তারিখ থাকবে। ১ জুলাই তারিখে সংশোধিত বেতন কাঠামোতে ৬ মাস বা তার বেশি বয়স সম্পন্নকারী কর্মচারীরা এই বৃদ্ধি পাওয়ার যোগ্য হবেন। ১.১.২০০৬ তারিখে সংশোধিত বেতন কাঠামোতে বেতন নির্ধারণের পর প্রথম বৃদ্ধি ১.৭.২০০৬ তারিখে সেইসব কর্মচারীদের জন্য মঞ্জুর করা হবে যাদের পরবর্তী বৃদ্ধির তারিখ ১ জুলাই, ২০০৬ থেকে ১ জানুয়ারী, ২০০৭ এর মধ্যে ছিল:*

প্রদত্ত যে, যারা ১ জানুয়ারী, ২০০৬ তারিখে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে বিদ্যমান স্কেলের সর্বোচ্চ বেতন পেয়েছিলেন, তাদের ক্ষেত্রে সংশোধিত বেতন কাঠামোতে পরবর্তী বৃদ্ধি ১ জানুয়ারী, ২০০৬ তারিখে অনুমোদিত হবে। এরপর, নিয়ম ১০ এর বিধান প্রযোজ্য হবে:

প্রদত্ত যে, যে ক্ষেত্রে কোনও কর্মচারী তার বেতন ব্যান্ডের সর্বোচ্চ বেতনে পৌঁছায়, সেই ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বেতনে পৌঁছানোর এক বছর পরে তাকে পরবর্তী উচ্চতর বেতন ব্যান্ডে স্থাপন করা হবে। উচ্চতর বেতন ব্যান্ডে স্থান পাওয়ার সময়, এক ইনক্রিমেন্টের সুবিধা প্রদান করা হবে। এরপর, তিনি

পৃষ্ঠা ১০ এর ৪র্থ পৃষ্ঠা

উচ্চতর বেতন ব্যান্ড যতক্ষণ না তার বেতন সর্বোচ্চ PB-4-এ পৌঁছায়, তার পরে আর কোনও বৃদ্ধি মঞ্জুর করা হবে না।

দ্রষ্টব্য ১- যদি দুটি বিদ্যমান স্কেল, একটি অন্যটির জন্য পদোন্নতি স্কেল, একীভূত করা হয় এবং নিম্নতর বেতন স্কেলে সমান বা নিম্ন পর্যায়ে বেতন গ্রহণকারী কনিষ্ঠ সরকারি কর্মচারী, বিদ্যমান উচ্চতর স্কেলে জ্যেষ্ঠ সরকারি কর্মচারীর বেতনের চেয়ে সংশোধিত বেতন কাঠামোর পে ব্যান্ডে বেশি বেতন পান, তাহলে জ্যেষ্ঠ সরকারি কর্মচারীর পে ব্যান্ডের বেতন একই তারিখ থেকে তার কনিষ্ঠের বেতনে বৃদ্ধি করা হবে এবং তিনি নিয়ম ১০ অনুসারে পরবর্তী বৃদ্ধি পাবেন।

১৩ নিয়ম ১০ অনুসারে, একজন কর্মচারী পরবর্তী বৃদ্ধির যোগ্য হওয়ার জন্য কে সংশোধিত বেতন কাঠামোতে ছয় মাস এবং তার বেশি সময় পূর্ণ করতে হবে। স্বীকারযোগ্যভাবে, আবেদনকারী সংশোধিত বেতনে এক বছর পূর্ণ করেছেন ০১.০৭.২০১৮ থেকে ৩০.০৬.২০১৯ পর্যন্ত কার্যকর কাঠামো।

১৪ শ্রী দে দৃঢ়ভাবে যুক্তি দেবেন যে পরবর্তী ইনক্রিমেন্টের জন্য যোগ্য হতে হলে একজন কর্মচারীকে ১ জুলাই তারিখে চাকরিতে থাকতে হবে। তাঁর মতে, যেহেতু আবেদনকারী ৩০.০৬.২০১৯ তারিখে অর্থাৎ বার্ষিক ইনক্রিমেন্টের অভিন্ন তারিখের একদিন আগে অর্থাৎ প্রতি বছরের ১ জুলাই অবসর গ্রহণ করেন, তাই আবেদনকারী ১.০৭.২০১৯ তারিখে প্রদেয় ইনক্রিমেন্টের অধিকারী নন।

১৫. এই পর্যায়ে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে সি.পি. মুন্ডিনামণি (উপরে) মামলায় মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণগুলি বিবেচনা করা প্রাসঙ্গিক হবে। মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট এইভাবে রায় দিয়েছে-

"১৮..... একজন সরকারি কর্মচারীকে এক বছরের চাকরির সময় তার ভালো আচরণের ভিত্তিতে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি দেওয়া হয়। ভালো আচরণ সম্পন্ন কর্মকর্তাদের প্রতি বছর বেতন বৃদ্ধি দেওয়া হয়, যদি না শাস্তির পরিমাপ হিসেবে এই বৃদ্ধি স্থগিত রাখা হয় অথবা দক্ষতার সাথে যুক্ত করা হয়। অতএব, এক বছর/নির্দিষ্ট সময়ে ভালো আচরণ সম্পন্ন সেবা প্রদানের জন্য এই ইনক্রিমেন্ট অর্জিত হয়। অতএব, যে মুহূর্তে একজন সরকারি কর্মচারী একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে ভালো আচরণ সহকারে চাকরি করেন, সেই মুহূর্তে তিনি বার্ষিক ইনক্রিমেন্টের অধিকারী হন এবং বলা যেতে পারে যে তিনি নির্দিষ্ট সময় ধরে ভালো আচরণ সহকারে চাকরি করার জন্য বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট অর্জন করেছেন। অতএব, সেই সময়ে, তিনি একটি নির্দিষ্ট সময় (এক বছর) ভালো আচরণ সহকারে দক্ষতার সাথে চাকরি করার সম্ভাবনা থাকলে বার্ষিক ইনক্রিমেন্টের সুবিধা পাওয়ার অধিকারী। শুধুমাত্র সরকারি কর্মচারী পরের দিনই অবসর গ্রহণ করেছেন বলে, কীভাবে তাকে তার বার্ষিক বৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত করা যেতে পারে

পূর্ববর্তী এক বছরে ভালো আচরণ এবং দক্ষতার সাথে পরিষেবা প্রদানের জন্য অর্জিত এবং/অথবা পাওয়ার অধিকারী।"

১৬. মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট গোপাল সিং (উপরে) মামলায় মাননীয় দিল্লি হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণও লক্ষ্য করেছে যেখানে বলা হয়েছে যে, সরকারি কর্মচারী যখন ভালো আচরণের সাথে প্রয়োজনীয় চাকরির সময়কাল সম্পন্ন করেন এবং পরবর্তী দিনে বেতন পান তখনই বৃদ্ধি পাওয়ার অধিকার স্ফটিক হয়ে যায়।

১৭. মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট নন্দ বিজয় সিং (উপরে) মামলায় মাননীয় এলাহাবাদ হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণগুলি আরও নোট করেছে, যা নীচে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

"২৪. আইনে স্থির করা হয়েছে যে, যখন কোনও সুবিধা পাওয়ার অধিকার আইনত প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তা অস্বীকার করা স্বেচ্ছাচারী হবে যদি না এটি কোনও বৈধ কারণে হয়। এই প্রকল্প থেকে বাদ দেওয়া ইনক্রিমেন্টের সুবিধা অস্বীকার করার একমাত্র কারণ হল, কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী যেদিন ইনক্রিমেন্ট প্রদেয় হবে সেদিন সেই পদে অধিষ্ঠিত নন। ইনক্রিমেন্ট অস্বীকার করার জন্য এটি একটি বৈধ কারণ হতে পারে না কারণ যেদিন ইনক্রিমেন্ট অর্জিত হয় তার পরের দিনটি কেবল ভাল আচরণের সাথে এক বছরের চাকরি সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে কাজ করে এবং এর জন্য অন্য কোনও উদ্দেশ্যই বাদ দেওয়া যাবে না। ইনক্রিমেন্ট অর্জিত হওয়ার পরের দিনের ধারণাটি অন্য কোনও উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারে না। উদ্দেশ্যকে বাদ দিলে, এটি এনক্রিমেন্টের তারিখের পরবর্তী দিন নির্ধারণের কোনও বোধগম্য পার্থক্য নেই এবং এর দ্বারা কোনও উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব নয়। ৩০শে জুন অবসর গ্রহণকারী কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী ইতিমধ্যেই এক বছরের চাকরি সম্পন্ন করেছেন এবং তার আচরণ ভালো হলে ইনক্রিমেন্ট অর্জিত হয়েছে। তাই, যদি কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীর এক বছরের ভালো আচরণের ভিত্তিতে অর্জিত ইনক্রিমেন্ট শুধুমাত্র এই কারণেই প্রত্যাখ্যান করা হয় যে, যখন ইনক্রিমেন্ট প্রদেয় হওয়ার পরের দিন তিনি চাকরিতে ছিলেন না। একজন সরকারি কর্মচারীর ক্ষেত্রে, ৩০শে জুন অবসর গ্রহণের পরের দিন, যেদিন ইনক্রিমেন্ট প্রদেয় হবে/প্রদেয় হবে, তার তাৎপর্য হ্রাস পাবে এবং এক বছরের সন্তোষজনক চাকরির কারণে ইনক্রিমেন্ট পাওয়ার জন্য সরকারি কর্মচারীর অধিকারকে অবশ্যই বাতিল করতে হবে যাতে এই প্রকল্পটি এমনভাবে ব্যাখ্যা না করা হয় যা ভারতের সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদে বর্ণিত যুক্তিসঙ্গততার চেতনাকে আঘাত করে।"

১৮. পি. আয়ামপেরুমলের (সুপ্রি) ক্ষেত্রে, মাননীয় মাদ্রাজ হাইকোর্ট উল্লেখ করেছে যে আবেদনকারী ৩০.০৬.২০১৩ তারিখে অবসর গ্রহণ করেছেন এবং ২০০৮ সালের নিয়ম অনুসারে, কেবলমাত্র ১.০৭.২০১৩ তারিখে ইনক্রিমেন্ট দেওয়া হবে, যে তারিখে আবেদনকারী চাকরিতে ছিলেন না। মাননীয় মাদ্রাজ হাইকোর্ট ১.০৭.২০১২ থেকে

৩০.০৬.২০১৩ যেহেতু তিনি পুরো এক বছরের চাকরি শেষ করেছেন, যদিও তাঁর ইনক্রিমেন্ট শুধুমাত্র পেনশনারি সুবিধার উদ্দেশ্যে ০১.০৭.২০১৩-তারিখে পড়েছিল।

১৯. সি. পি. মুন্ডিনামণি (উপরে)-র ৩০ অনুচ্ছেদ থেকে আরও প্রতীয়মান হয় যে, মাদ্রাজ হাইকোর্টের পি. আয়াম্পেরুমল (উপরে), দিল্লি হাইকোর্টের গোপাল সিং (উপরে) এবং এলাহাবাদ হাইকোর্টের নন্দ বিজয় সিং (উপরে)-এর মতামতের সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় বিচারপতিরা সম্পূর্ণ একমত ছিলেন।

২০. তবে, মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট, কর্ণাটক বিদ্যুৎ বোর্ড কর্মচারী পরিষেবা বিধিমালা, ১৯৯৭ এর ৪০(১) ধারার ব্যাখ্যা করার সময় পর্যবেক্ষণ করেছে যে, একজন সরকারি কর্মচারীকে তার পূর্ববর্তী বছরে সুনির্দিষ্ট সময়কাল ভালো আচরণ এবং দক্ষতার সাথে পালন করার সময় অর্জিত বার্ষিক বৃদ্ধির সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা, কোনও দোষ ছাড়াই একজন ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়ার শামিল হবে। মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট আরও পর্যবেক্ষণ করেছে যে, কেবলমাত্র শাস্তির মাধ্যমে অথবা তিনি দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেননি বলেই বৃদ্ধি স্থগিত করা যেতে পারে।

২১ উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলি থেকে বোঝা যায় যে, একজন সরকারি কর্মচারী সুনির্দিষ্ট সময়কাল ভালো আচরণ এবং দক্ষতার সাথে পালন করার জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি পান। যে তারিখে বেতন বৃদ্ধি পায় তার পরের দিন বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির তারিখ নির্ধারণের উদ্দেশ্য কেবল সুচারু আচরণের সাথে এক বছরের চাকরির প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে।

২২ মামলার প্রেক্ষিতে, আদালত দেখেছে যে আবেদনকারী ০১.০৭.২০১৮ থেকে ৩০.০৬.২০১৯ পর্যন্ত চাকরির এক বছর পূর্ণ করেছেন। উপরোক্ত সময়কালে আবেদনকারীর আচরণ ভালো ছিল না বা তিনি দক্ষতার সাথে তার দায়িত্ব পালন করেননি বলে অভিযোগ করা হয়নি। ডিভিসি সার্ভিস রেগুলেশনের ৬ নং প্রবিধানের পরিপ্রেক্ষিতে, ২০০৮ সালের বিধি ১০ নং প্রবিধান ডিভিসির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য। অতএব, আবেদনকারী ২০০৮ সালের বিধি ১০ নং প্রবিধানের সাথে ডিভিসি সার্ভিস রেগুলেশনের ৬ নং প্রবিধানের পরিপ্রেক্ষিতে এক বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির যোগ্য হয়ে ওঠেন।

১০ এর ৭ম পৃষ্ঠা

২৩ একটি বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট মঞ্জুর করার বিরুদ্ধে ডিভিসির প্রাথমিক আপত্তি হল যে এই ইনক্রিমেন্ট শুধুমাত্র ১লা জুলাই, ২০১৯ তারিখে প্রদেয় হয়েছিল, অর্থাৎ, যে তারিখে আবেদনকারী আর চাকরিতে ছিলেন না।

২৪ ১ জুলাই, ২০১৮ থেকে ৩০ জুন, ২০১৯ সময়কালের জন্য এক বছর চাকরি সম্পন্ন করার পর নিয়ম ১০ অনুসারে আবেদনকারীর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি পাওয়ার অধিকার স্ফটিকিত হয়।

২৫ এখন এটা নিষ্পত্তি করা হয়েছে যে, যদি কোনও সরকারি কর্মচারী ৩০শে জুন অবসর নেন, যেদিন ইনক্রিমেন্ট বকেয়া পড়ে যায়/প্রদেয় হয়ে যায়, তাহলে সেই দিনটির গুরুত্ব হ্রাস পায় এবং এই প্রকল্পটিকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে যাতে এটি -এর ১৪ নং অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত যুক্তিসঙ্গত মনোভাবকে আঘাত না করে ভারতের সংবিধান।

২৬ ২০০৮ সালের ১.০৭.২০১৮ থেকে ৩০.০৬.২০১৯ পর্যন্ত চাকরি প্রদানের নিয়মের ১০ নম্বর নিয়ম অনুসারে আবেদনকারীর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির তারিখ হল ০১.০৭.২০১৯। তাৎক্ষণিক প্রকৃতির ক্ষেত্রে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির তারিখের একটি উদার ব্যাখ্যা দিতে হবে। বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির তারিখ এমনভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে যাতে এটি কোনও যোগ্য কর্মচারীর পেনশন সুবিধার জন্য একটি কল্পিত বেতন বৃদ্ধি মঞ্জুর করার অধিকারকে খর্ব না করে। এই ধরণের ক্ষেত্রে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির তারিখের কোনও বিপরীত ব্যাখ্যা ভারতের সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন হবে। অতএব, আবেদনকারীকে ০১.০৭.২০১৯ তারিখে চাকরিতে ছিলেন না বলে উল্লেখিত সময়ের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি প্রত্যাখ্যান করা আবেদনকারীকে তার কোনও দোষ ছাড়াই শাস্তি দেওয়ার সমান হবে।

২৭ ভারত সরকারের ব্যয় বিভাগের অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারি করা ১৯.০৩.২০১২ তারিখের অফিস স্মারকলিপিতে কিছু বিশেষ পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি প্রদানের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। নিয়ম ১০ অনুসারে, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির তারিখের একদিন আগে অবসর গ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উক্ত স্মারকলিপিটি প্রযোজ্য নয়। অতএব, বিদ্যমান মামলায় উক্ত স্মারকলিপিটির কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই।

১০ এর ৮ম পৃষ্ঠা

২৮ শ্রী দে যুক্তি দেবেন যে আবেদনকারী তার আচরণের মাধ্যমে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি দাবি করার অধিকার ত্যাগ করেছেন। নিম্নলিখিত কারণে এই আদালত শ্রী দের এই ধরনের যুক্তি গ্রহণ করতে আগ্রহী নয়।

২৯ আবেদনকারীর অভিযোগ হল ৩০ শে জুন ২০১৯ পর্যন্ত এক বছরের চাকরি প্রদানের জন্য বার্ষিক ইনক্রিমেন্টের অনুমতি না দেওয়ার জন্য। আবেদনকারী ৩ জুন, ২০১৯ তারিখে একটি আবেদন জমা দিয়েছিলেন যখন তিনি বার্ষিক ইনক্রিমেন্টের সুবিধা দাবি করার যোগ্য হয়ে উঠেছিলেন। তবে, এই দাবিটি অবিলম্বে আবেদনকারীর দ্বারা চ্যালেঞ্জ করা বিতর্কিত আদেশ দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। অতএব, এটি বলা যাবে না যে আবেদনকারী বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট দাবি করার অধিকার মওকুফ করেছেন কারণ আবেদনকারী নির্দিষ্ট সময়কাল সম্পন্ন করার পরে এই ধরনের ইনক্রিমেন্টের যোগ্য হয়ে উঠেছিলেন প্রাসঙ্গিক নিয়ম অনুযায়ী পরিষেবা।

৩০ তবে, মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট এন. সুব্বারায়ুডু (উপরে) মামলায় পুনর্ব্যক্ত আইনের যে প্রস্তাবগুলি তুলে ধরেছেন, তাতে কোনও বিরোধ নেই যে আদালত সাধারণত নির্বাহী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কাট-অফ তারিখ নির্ধারণে হস্তক্ষেপ করবে না, যদি না এই আদেশটি আপাতদৃষ্টিতে স্পষ্টতই বৈষম্যমূলক এবং স্বেচ্ছাচারী বলে মনে হয়। প্রাসঙ্গিক নিয়মে উল্লেখিত বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির তারিখকে চ্যালেঞ্জ করা হয়নি বলে এই সিদ্ধান্তের কোনও প্রয়োগ নেই।

৩১ সীমা শর্মার (উপরে) ক্ষেত্রে, একটি নির্দিষ্ট বেতন স্কেলে বেতন নির্ধারণ চ্যালেঞ্জের বিষয় ছিল যেখানে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছে যে বেতন স্কেল নির্ধারণ একটি নীতিগত বিষয় যার সাথে আদালত কেবল ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে পারে। তথ্যের ভিত্তিতে পৃথকীকরণযোগ্য হওয়ায়, উক্ত সিদ্ধান্তটি হাতে থাকা মামলায় কোনও প্রয়োগের উপায় নেই।

৩২ উপরে উল্লিখিত সকল কারণে, এই আদালত মনে করে যে আবেদনকারী ০১.০৭.২০১৮ থেকে ৩০.০৬.২০১৯ পর্যন্ত এক বছরের চাকরি সম্পন্ন করার পর শুধুমাত্র পেনশন সুবিধার উদ্দেশ্যে একটি কল্পিত বার্ষিক বৃদ্ধি পাওয়ার অধিকারী।

১০ এর ৯ম পৃষ্ঠা

৩৩. এই প্রশ্নের উত্তরে একটি সতর্কবার্তার সঙ্গে বলা হয়েছে যে, এই ধরনের বৃদ্ধি শুধুমাত্র পেনশন সংক্রান্ত সুবিধার উদ্দেশ্যেই হবে। অভিযুক্ত আদেশগুলি এইভাবে হস্তক্ষেপের আহ্বান জানায়।

৩৪. তদনুসারে নির্বাহী পরিচালক (অর্থ) ডিভিসি-র ৩য় তারিখের আদেশটি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যর্থী কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আবেদনকারীকে শুধুমাত্র পেনশন সংক্রান্ত সুবিধার জন্য ২য় থেকে ১য় মেয়াদে প্রদত্ত পরিষেবার জন্য একটি ধারণাগত বৃদ্ধি দিতে হবে। প্রত্যর্থী কর্তৃপক্ষকে আরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, পূর্বোক্ত নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে আবেদনকারীর পেনশন সংক্রান্ত সুবিধাগুলি পুনরায় গণনা করতে হবে এবং বকেয়া পেনশনের কারণে বর্তমান পেনশন এবং পার্থক্যের পরিমাণ, যদি থাকে, তা পরিশোধ করতে হবে। এই নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে পুনর্বিবেচনা এবং অর্থ প্রদানের পুরো প্রক্রিয়াটি যত দ্রুত সম্ভব কিন্তু ইতিবাচকভাবে এই আদেশের সার্ভার কপি প্রাপ্তির চার সপ্তাহের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে। রিট পিটিশনটি অনুমোদিত হল। তবে, খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

৩৫ আবেদন করা হলে, জরুরি ফটোস্ট্যাট সার্টিফাইড কপিগুলি, সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পরে পক্ষগুলিকে সরবরাহ করতে হবে।

(হিরণ্ময় ভট্টাচার্য,বিচারপতি)

(পি এ- সঞ্চিতা)

১০ এর পৃষ্ঠা ১০

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal